যুগান্তর

তারিখ ... 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা

### ঢাবির বার্ষিক সিনেট অধিবেশন

# সান্ধ্যকালীন কোর্সের মান নিয়ে কড়া সমালোচনা

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্সের মান নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মান ধরে রাখতে এ বিষয়ে তদারকি বাড়ানোরও প্রস্তাব দিয়েছেন তারা। এ সময় তারা নেতৃত্ব বিকাশে ডাকসু নির্বাচন, বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং আবাসন সংকট মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানান। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে সিনেটররা এসব দাবি ও প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী সিনেট অধিবেশনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সিনেট সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনসহ সিনেট সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের অভিভাষণের পর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্য ৬১০ কোটি ১০ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ৪২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। ফলে এ বছর বাজেটে ১১ কোটি ৭২ লাখ টাকা ঘাটতি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অধিবেশনে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৬৬৭ কোটি ১৯ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেটও উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন সংশোধিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এতে গত গবেষণায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ১৪ কোটি টাকা; যা মোট বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ। এছাড়া শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতায় ৪১৬ কোটি ৭ লাখ টাকা ও পেনশনের জন্য ১০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরে সিনেট সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হলের নাম পরিবর্তন করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল করা হয়েছে।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ছিল ২১ কোটি টাকা। গত ১০ বছরে সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। নিজস্ব আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস (১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা) হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি আদায়। বেতন, ভর্তি, সেশন ফি, পরীক্ষার ফি, সনদপত্র ফি ছাড়াও বিবিধ আয়ের (১৬ কোটি ৯৫ লাখ) মধ্যেও শিক্ষার্থীদের বড় অবদান। হলের ফি, বিভাগ ও ইন্সটিটিউট থেকে আয়, চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে আয়, পরিবহন ফি ও ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির ফি এই বিবিধের অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়। অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের কয়েকটি বিভাগে নামে-বেনামে অসংখ্য সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা, কখনো ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া নিম্নমানের শিক্ষার্থী ভর্তি করার অভিযোগ করেছেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দীন। অভিভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের শিক্ষক সমাজ মাতৃভাষায় জ্ঞান পরিবেশনে কুণ্ঠাবোধ করেন। অনেকে পরিভাষার ধুয়া তুলে দায় এড়িয়ে যান। অথচ বিজ্ঞানের শিক্ষকরাই নিজ নিজ বিষয়ে উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করতে পারেন।